দৈনিক জনকণ্ঠ 5

তারিখ 26 NOV 1995
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৩

'বিপা' নিয়ে বিপত্তি

'বিপা' এমন একটি শব্দ যার অর্থ অভিধানে নেই। কিন্তু ছাত্র আর বোর্ড-বিশ্ববিদ্যালয়ের কাগজপত্রে এই শব্দটি হরহামেশাই ব্যবহৃত হচ্ছে। আর এই বিপা শব্দের সৃষ্টিকর্তা হচ্ছে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড এবং সম্প্রতি এর ব্যবহার শুরু করেছে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়। বোর্ড ও বিশ্ববিদ্যালয়। 'বিশেষ বিবেচনায় পার্স শব্দটিকে সংক্ষেপ করে ছাত্রদের ফলাফল বা সার্টিফিকেটে 'বিপা' ব্যবহার করছে। এই বিপা নিয়ে ছাত্রদেরকে পড়তে হয়েছে চরম বিপাকে। শিক্ষা বোর্ড বা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদেরকে কেন বিপা দিচ্ছে তার কোন সঠিক ব্যাখ্যা যদিও দিচ্ছে না, তবুও আমরা ধরে নিচ্ছি বিপা দেয়ার অর্থ অধিক সংখ্যক ছাত্রকে পাসের সুযোগ করে দেয়া। কিন্তু যে সকল ছাত্র বিপা পাচ্ছে, তারা পরে বিপা সার্টিফিকেট কাজে লাগাতে পারছে না। শিক্ষা বোর্ড ও জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে এসএসসি থেকে স্নাতক (পাস) শ্রেণী পর্যন্ত বিপা সার্টিফিকেট দিচ্ছে। কোন ছাত্র যদি একটি বিষয়ে অকৃতকার্য হয় এবং ঐ বিষয়ে সর্বোচ্চ দশ পয়েন্ট গ্রেস মার্ক যোগ করা হয় তাহলেই সে বিপা পায়। কিন্তু এই বিপাপ্রাপ্ত ছাত্ররা বিপা নিয়ে একদিকে উচ্চশিক্ষার সুযোগ থেকে হচ্ছে বঞ্চিত, অপরদিকে চাকরি ক্ষেত্রেও হচ্ছে ব্যর্থ। আমাদের দেশে এমনিতেই যেহেতু শিক্ষার্থীদের চেয়ে উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা কম, সেখানে বিপাপ্রাপ্ত ছাত্ররা উচ্চশিক্ষার সুযোগ নিতে ব্যর্থ হবে সেটাই স্বাভাবিক।

এবার ব্যাপারটা খুলেই বলি। একজন এসএসসি পাস (বিপা) যেমন এইচএসসি শ্রেণীতে ফলাফলের কারণে মহাবিদ্যালয়ে ভর্তি হতে ব্যর্থ হচ্ছে, তেমনি গত বছর থেকে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের শর্ত অনুসারে মাস্টার্স শ্রেণীতে বিপা নিয়ে ভর্তি হতে পারছে না। ভাল ফল নিয়ে যেদেশে উচ্চ শিক্ষা

ইসলাম হোসেন

প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হওয়া নিয়ে চলে ভয়ানক প্রতিযোগিতা, আর সঙ্কট সে দেশে বিপাপ্রাপ্তদের অবস্থা কিরকম হতে পারে তা সহজেই অনুমান করা যায়। 'বিপা'য় কোন পয়েন্ট ধরা হয় না। ছাত্ররা যত নম্বর নিয়েই পাস করুক না কেন বিপা পেলে পয়েন্ট 'শূন্য' বলে গণ্য করা হয়। উদাহরণস্বরূপ একজন ছাত্র এসএসসিতে প্রথম বিভাগ অর্থাৎ তিন পয়েন্ট, এইচএসসিতে বিপা ও ডিগ্রীতে তৃতীয় শ্রেণীতে পাস করলে সে আর মাস্টার্সে ভর্তি হতে পারে না। কেননা তার পয়েন্ট চার, আর মাস্টার্সে ভর্তির জন্য প্রয়োজন পাঁচ পয়েন্ট। আবার কোন ছাত্র এসএসসি ও এইচএসসিতে দ্বিতীয় বিভাগ এবং ডিগ্রীতে বিপা পেলেও ভর্তি হতে পারছে না। সুতরাং বিপা নিয়ে বিপত্তি দেখা দিয়েছে। এ তো গেল বিপা নিয়ে ভর্তি সঙ্কটের কথা। অন্যদিকে বিপাপ্রাপ্ত কোন ছাত্র চাকরির জন্য আবেদন করলে চাকরি হচ্ছে না। দেশে যেখানে লাখ লাখ উচ্চ পয়েন্টধারী ছাত্র রয়েছে, সেখানে চাকরি নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ বিপাপ্রাপ্তদের নিতে রাজি নয়।

'বিপা'কে নিয়ে সবচেয়ে বড় বিপত্তি দেখা দিয়েছে ডিগ্রীতে বিপায় পাস করা ডিগ্রীধারীদের। এরা দু'টি দ্বিতীয় বিভাগ আর একটি বিপা নিয়ে পড়েছে বড় বিপাকে। কেননা এসএসসি ও এইচএসসিতে মানোন্নয়ন পরীক্ষা দেয়ার সুযোগ থাকলেও ডিগ্রীতে এ সুযোগ নেই। ফলে ডিগ্রীধারী বিপাপ্রাপ্ত ছাত্ররা সুযোগের অভাবে 'বিপা'র ফলাফল উন্নত করতে ব্যর্থ হচ্ছে। সুতরাং বিপা নিয়ে বিপত্তির শেষ নেই। বিপাপ্রাপ্ত ছাত্রদের কথা হচ্ছে- যেহেতু 'বিপা'-সার্টিফিকেট দিয়ে তারা কিছুই করতে পারছে না সেহেতু 'বিপা' না দেয়াই ভাল। ছাত্ররা 'বিপা'র পরিবর্তে গ্রেস নম্বর দাবি করেছে। এদিকে শিক্ষা সংশ্লিষ্ট মহলের সুপারিশ হচ্ছে— উচ্চশিক্ষার স্বার্থে বিপা নিয়ে বিপত্তির শেষ হওয়া দ্রুত প্রয়োজন। তাদের অভিমত, 'বিপা'কে এক পয়েন্ট ধরা হোক, নতুবা ডিগ্রী পর্যায়ে মানোন্নয়ন পরীক্ষা দেয়ার সুযোগ সৃষ্টি করা হোক। সিদ্ধান্তটি দ্রুত নেয়া প্রয়োজন।